গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

১.	ভূমিকা	০৩
২.	যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব	০৪
৩.	সংজ্ঞা	০৫
৪.	পরিধি	০৬
৫.	লক্ষ্য	০৬
৬.	উদ্দেশ্য	০৬
৭.	কৌশলগত মূলনীতি	০৭
৮.	কর্মকৌশল	০৮
৮.১	গর্ভ ও প্রসবকাল	০৮
৮.২	শিশুর জন্ম থেকে ৩ বছর	০৯
৮.৩	শিশুর ৩ বছর থেকে <৬ বছর	১০
৮.৪	শিশুর ৬ বছর থেকে ৮ বছর	১১
৯.	অবস্থাভিত্তিক কার্যক্রম	১২
৯.১	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু	১৩
৯.২	সুবিধাবঞ্চিত শিশু (ঝুঁকিগ্রস্ত, পথশিশু, কন্যাশিশু, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে বঞ্চিত শিশু এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তার শিশু)	১৩
১০.	সংশ্লিষ্ট অংশীজন-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৪
১১.	শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ও পরিমাপক	২১
১২.	বাস্তবায়ন কৌশল	২১
১৩.	প্রশিক্ষণ	২২
১৪.	সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ	২৩
১৫.	সরকারি-বেসরকারি অংশীদার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় পরিকল্পনা	২৩
১৬.	গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	২৩
১৭.	অর্থায়ন	২৪
১৮.	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	২৪
১৯.	আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন	২৪
২০.	কারিগরি শব্দকোষ	২৭

১. ভূমিকা

জীবনের প্রথম বছরগুলোতেই রচিত হয় শিশুর বিকাশের ভিত। তাই শিশুর সার্বিক বিকাশ সূচিত হতে পারে তাদের স্বীকৃত অধিকারগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এখানে স্মরণীয় যে, বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য সমস্যা না হয়ে বরং বড় ধরনের সম্পদ হতে পারে, যদি মানবসম্পদ উন্নয়নে আমরা সময়মতো ও যথাযথ বিনিয়োগ সম্পন্ন করি। মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ ফলপ্রসূ করতে হলে প্রথমেই শিশুর জীবনের শুরুর বছরগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে মহিলা ও শিশুর কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রের অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে শিশুর অগ্রগতির বিশেষ বিধান প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং সুস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (জাতীয় শিশুনীতি ২০১১)।

শিশুর জীবনে ভ্রূণাবস্থা থেকে প্রথম আট বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই কালপর্বটি শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব নামে পরিচিত। কারণ, এ সময়েই একটি শিশুর পরবর্তী জীবন গঠনের ভিত রচিত হয়। নিরাপত্তা, খাদ্য ও পুষ্টি, আশ্রয় ও সুরক্ষা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করে। তবে একটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, ভাষাগত ও আবেগিক বিকাশের জন্য পারস্পরিক ক্রিয়া, বন্ধন, উদ্দীপনা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের মাধ্যমে শেখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, টিকাদান ও যত্ন প্রদানের মাধ্যমে শিশুর বেঁচে থাকা ও সুরক্ষায় লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে। শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবের চাহিদা পূরণের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সম্প্রতি সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো পাঁচবছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার কর্মসূচি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেছে। তবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদিসহ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ খাতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সেবা-কার্যক্রমে বিনিয়োগকৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের কাজের দ্বৈততা পরিহার ও সুষ্ঠু সমন্বয় নিশ্চিত করাও আবশ্যক।

বাংলাদেশ সরকার, সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত শিশুদের নানামুখী বিকাশ কার্যক্রম সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নীতির আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছে। সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ নিয়ে কর্মরত সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে একে সর্বোচ্চ মানে নিয়ে যেতে আগ্রহী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (ECCD) বিষয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোর মধ্যে সমধারণা ও প্রত্যাশা তৈরি এবং সকল অংশীদারের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো ২০০৮, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, জাতীয় শিশুনীতি ২০১১-র সঙ্গে সংগতি রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতির যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

সম্প্রতি সরকার জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুমোদন করেছে। জন্ম থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী সকল শিশুর জন্য অধিকার নিশ্চিত করা ও তা সুরক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাই জাতীয় শিশুনীতির মূল উদ্দেশ্য। জাতীয় শিশুনীতিতে সার্বিকভাবে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিশুর দারিদ্র্য বিমোচন, শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিশুর সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণের বিষয়টি মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। জাতীয় শিশুনীতিতে আঠারো বছরের কম বয়সী জনস্তর সম্পর্কে নীতিগত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই বয়ঃক্রমের মধ্যে রয়েছে তাদের প্রারম্ভিক শৈশব, শৈশব ও কৈশোরকাল। মূলত এই তিনটি বয়ঃস্তরের মন-মানসিকতা, চাহিদা, যত্ন ও সেবার মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। আবার সেবার ধরন, ধারাবাহিকতা, প্রক্রিয়া ইত্যাদির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শিশুনীতিতে সার্বিকভাবে সকল শিশুর কল্যাণের জন্য একটি নীতিগত দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, ফলে সেখানে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রারম্ভিক শৈশবকালের জন্য করণীয় ও কৌশলের বিষয়টি বিবৃত করা যায়নি। ফলে ওই নীতিতে ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর বয়সী শিশুদের সার্বিক বিকাশের বিষয়ে গবেষণালব্ধ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করণীয় ও কৌশলসমূহ অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়নি।

শিশুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর। এর মধ্যে আবার ভ্রূণাবস্থা থেকে প্রথম তিন বছর সামগ্রিক বিকাশের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিষয়ক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ভ্রূণাবস্থা থেকেই শুরু হয় এবং শিশুর প্রথম তিন বছরে এই বিকাশ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটে। সে জন্য শিশুর বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শিশুর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের সকল ক্ষেত্রে বয়সোপযোগী মিথস্ক্রিয়া (Age appropriate interaction) তার মস্তিষ্কের গঠনকে আরো সুসংগঠিত করে। এ কালপর্বে চিরচেনা পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিশুর সামাজিক পরিবেশে উত্তরণ ঘটে এবং এই উত্তরণ তাকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে সফল অভিষেক ঘটাতে সহায়তা করে। সর্বোপরি শিশুর শিখনের ভিতকে সুদৃঢ় করে যা তার সারা জীবনের শেখার পথকে সুগম করে। এছাড়া এ কালপর্ব শিশুর ভাষাগত বিকাশের প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করে এবং বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়নে ও যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখে। অতএব, বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে, পরিবার থেকে সমাজে শিশুর বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সেতুবন্ধনে প্রারম্ভিক শৈশবকাল অতীব জরুরি।

শিশুর বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বে মস্তিষ্ক এতটাই সংবেদনশীল থাকে যে, এ সময়ে শিশুর জীবন যদি অবহেলা, নির্যাতন, ক্ষুধা কিংবা অন্য কোনো ধরনের দুর্দশায় আক্রান্ত হয়, তখন শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি তা তার জীবনকেও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। শিশুর জীবনের প্রারম্ভিক বছরগুলোতে অব্যাহত আদর-যত্ন তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (ইসিসিডি)-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা যা শিশুর ঝরে-পড়া ও একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তির হার হ্রাস করে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করে।

ইসিসিডিতে বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদি সুফল রয়েছে। উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ও অধিক কর্মক্ষম শ্রমশক্তি তৈরির মাধ্যমে নিট আর্থিক লাভ ছাড়াও এই বিনিয়োগের মাধ্যমে শিশুর যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা খাতে ব্যয় কমে এবং শিক্ষালাভে দক্ষতা বাড়ে। ফলে অভাবনীয় পরিমাণে সামাজিক সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও যত বেশি জেন্ডার সংবেদনশীল ইসিসিডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে, তত বেশি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক গড়ে উঠবে।

শিশুর সর্বোত্তম বিকাশ সাধিত হতে পারে সমন্বিত ইসিসিডি কার্যক্রমে তার অংশগ্রহণের সুযোগের মাধ্যমে; যেখানে শিশুর যত্ন, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার পাশাপাশি শিশু-যত্নকারীদের শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (ইসিসিডি)-এর বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয়। শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশে তার চাহিদাগুলো যত্নকারী হিসেবে বুঝতে পারা এবং সে-অনুযায়ী সময়মতো সাড়া দিতে পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ একটি ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র। মস্তিষ্ক গবেষণার সাম্প্রতিক ফলাফলের উপর এ বিষয়টি ধীরে ধীরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের বিষয় হিসেবে গড়ে উঠছে। তাই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করছে, কেননা এই নীতি শিশুবিষয়ক অন্যান্য নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর সে-কারণেই শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত এই নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা জাতীয় শিশুনীতির পরিপূরক হিসেবে কার্যকর হবে। প্রস্তাবিত এই নীতি কার্যকর করায় যত্নবান হওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই নীতি

১. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ২, ৩, ৪ ও ৫ এবং 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য ১ ও ২ অর্জনে সহায়ক হবে;

২. প্রারম্ভিক শৈশব থেকেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সেবার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে;

৩. মা-বাবাসহ বৃহত্তর সমাজকে প্রারম্ভিক শৈশব থেকেই শিশুর শিক্ষা ও সুরক্ষার মূল্য অনুধাবন ও মান নিশ্চিতকরণে অনুপ্রাণিত করবে;

৪. সকল শিশুর সার্বিক বিকাশের দৃঢ় ভিত গড়ে তুলতে সহায়ক হবে;

৫. দ্রুত শনাক্তকরণ এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা রোধ ও ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখবে এবং

৬. প্রারম্ভিক শৈশবকালের বিনিয়োগে সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

৩. সংজ্ঞা

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ হচ্ছে প্রতিটি শিশুকে তার বেঁচে থাকা, সুরক্ষা, যত্ন, বিকাশ ও শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করা যা শিশুর ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিকাশ নিশ্চিত করবে। এটি শিশু উন্নয়নের একটি সমন্বিত ও সামগ্রিক ব্যবস্থা যা পরিবার, জনসমাজ, শিখনকেন্দ্র ও বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা, যত্ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অধিকার অর্জনে সহায়তা করে।

৪. পরিধি

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল শিশুর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

৫. লক্ষ্য

জাতিসত্তা, ভৌগোলিক অবস্থান, জেন্ডার, ধর্ম, বিশেষ চাহিদা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল শিশুকে গুরুত্বের সাথে পূর্ণ যত্ন, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও স্নেহ-ভালোবাসায় লালন-পালন করা এবং তাদের জীবন বিকাশের শক্ত ভিত নির্মাণ করা।

৬. উদ্দেশ্য

৬.১ গর্ভধারণের প্রস্তুতিসহ গর্ভকালীন মায়ের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সকল সেবার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ণ বিকাশসহ সুস্থ-সবল শিশুর নিরাপদ জন্ম নিশ্চিত করা এবং মা ও শিশুর জন্য সকল ঝুঁকি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা;

৬.২ শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষাসহ সার্বিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনের যথাযথ ও শুভ সূচনা নিশ্চিত করা এবং পূর্ণ সম্ভাবনার সকল দ্বার উন্মুক্ত রাখা;

৬.৩ শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সুরক্ষাসহ প্রারম্ভিক শিক্ষণ ও উদ্দীপনা নিশ্চিত করে আজীবন শিক্ষা, আচার-আচরণ ও স্বাস্থ্যের ভিত রচনা এবং সুস্থ ও সবল শিশু হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তার স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো;

৬.৪ শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাসহ যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় পদার্পণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৬.৫ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করে তাদের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং সকল ধরনের বৈষম্য রোধ করা;

৬.৬ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করে তাদের জাতীয় বা স্বাভাবিক মানে এনে বৈষম্য রোধ করা;

৬.৭ এতিম, দরিদ্র, অবহেলিত ও ছিন্নমূল শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও আশ্রয় নিশ্চিত করা এবং তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ;

৬.৮ শিশুর নিরাপত্তাসহ স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিশুর বিরুদ্ধে সকল ধরনের নির্যাতন রোধসহ শিশু নির্যাতন রোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পারিবারিক, সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং

৬.৯ আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক এবং শারীরিক কারণে যে সমস্ত শিশু আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনে অক্ষম হবে তাদের শিক্ষার বিকল্প ধারা হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৭. কৌশলগত মূলনীতি (Strategic Principle)

৭.১ সামগ্রিক অ্যাপ্রোচ (Holistic Approach) : শিশুর সার্বিক বিকাশে প্রয়োজনীয় সকল সেবার সুযোগ সৃষ্টি এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা।

৭.২ যত্ন ও সেবাসমূহের ধারাবাহিকতা (Continuity) : ইসিসিডি কার্যক্রমে যত্ন ও সেবা কর্মসূচির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এবং একটি গৃহীত কার্যব্যবস্থা থেকে পরবর্তী কার্যব্যবস্থায় উত্তরণের বিষয়টি নির্বিঘ্ন করা।

৭.৩ মা-বাবা ও যত্নকারীদের শিক্ষা (Parenting) : পরিবারকে সকল উদ্যোগের কেন্দ্রে রেখে শিশুর মা-বাবাসহ সকল যত্নকারীর যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করা।

৭.৪ সমাজের সম্পৃক্তি ও মালিকানাবোধ (Engagement and Ownership) : শিশুর বিকাশ-বিষয়ক চাহিদাগুলো নিরূপণসহ যথাযথ সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিবারসহ সমাজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

৭.৫ বয়স ও সাংস্কৃতিক যথার্থতা (Age and Culturally Appropriate) : ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য তার বয়স ও বিকাশের ধাপ অনুযায়ী নিজস্ব সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে প্রারম্ভিক বিকাশমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন ও পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি ।

৭.৬ একীভূতকরণ (Inclusion) : শিশু বিকাশ-বিষয়ক মূলধারার সকল কার্যক্রমে জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, সক্ষমতা, বিশেষ চাহিদা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

৭.৭ জেন্ডার সমতা (Equality), জেন্ডার ন্যায্যতা (Equity) ও জেন্ডারকে মূলধারাভুক্তকরণ : জীবনের শুরু থেকে শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নের মজবুত ভিত্তি তৈরির অংশ হিসেবে সকল কার্যক্রমে নারী-পুরুষ কিংবা ছেলে-মেয়ের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার-বিষয়ক সমতার বোধকে মূলধারাভুক্ত করা।

৭.৮ জীবনচক্র ধারা (Life Cycle Approach) :

জীবনচক্র ধারা অনুসরণ করে ইসিসিডি-বিষয়ক সেবাসমূহ ভ্রূণাবস্থা থেকে কমপক্ষে ৮ বছর পর্যন্ত চলমান রাখা। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি প্রধান কালপর্বকে অন্তর্ভুক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রধান কালপর্ব এর পূর্ববর্তী কালপর্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যা অব্যাহতভাবে শিশুর ওপর একটি ক্রম-পুঞ্জীভূত প্রভাব বিস্তার করে :

৭.৮.১ গর্ভ ও প্রসবকাল : শিশু ও মায়ের প্রসব-পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী যত্ন শিশুর মৃত্যুহার, বৃদ্ধি-রুদ্ধতা (Stunting-খর্বাকৃতি ও স্বল্প ওজনের শিশুর জন্ম) এবং ব্যাধিগ্রস্ততার হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস করার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৮.২ জন্ম থেকে তিন বছর : শিশুর বিকাশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে মা-বাবার জ্ঞান ও দক্ষতা, শিশুদের মনে উপযুক্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি, শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি এবং শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশে যত্নকারীর সঙ্গে উৎসাহমূলক যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকা শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৮.৩ তিন থেকে ছয় বছর : শিশুর সামাজিকীকরণ ও বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিমূলক দক্ষতা অর্জন এবং স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও পুষ্টির চাহিদাগুলো পূরণ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ইসিসিডি কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও সুরক্ষার বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত রাখা জরুরি।

৭.৮.৪ ছয় থেকে আট বছর : একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং সফলভাবে বিদ্যালয়ে থাকা ও কার্যকর শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এ কালপর্বটি গুরুত্বপূর্ণ। জোরালো তথ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে যাওয়ার শুরুর দিকের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ২/৩ বছরের উত্তরণ (Transition) কার্যক্রম পরবর্তীকালে বিদ্যালয় থেকে ঝরে-পড়া ও একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি কমানোর পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকরণ ও উচ্চতর স্তরের শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বাড়ায়।

৮. কর্মকৌশল

নীতি বাস্তবায়নে জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপে শিশুর বিকাশের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক। এই ধাপভিত্তিক কৌশলসমূহ নিম্নরূপ :

৮.১ গর্ভ ও প্রসবকাল

কৌশল :

৮.১.১ গর্ভধারণের প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;

৮.১.২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণসহ বিভিন্ন খাতে (যেমন – শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, যুব উন্নয়ন ইত্যাদি) বিদ্যমান, কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীদের নিয়ে, সংগঠিত কর্মসূচিতে গর্ভধারণের প্রস্তুতি বিষয়ে অবহিতকরণের ব্যবস্থা;

৮.১.৩ বিভিন্ন শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদিতে গর্ভধারণের প্রস্তুতি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি;

৮.১.৪ প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী বিদ্যমান কর্মসূচির পরিধি ও মান বাড়ানো;

৮.১.৫ প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী জটিলতা দ্রুত শনাক্তকরণ এবং জরুরি প্রসূতি সেবাসহ (EOC) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

৮.১.৬ প্রসবপূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী মায়ের পুষ্টি ও অণুপুষ্টির (Micronutrient) চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.১.৭ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিগ্রস্ত মা ও শিশুদের সেবার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;

৮.১.৮ সকল প্রকার কুসংস্কার, অপ-চিকিৎসা এবং পারিবারিক নির্যাতন রোধে কার্যকর সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ তৈরি;

৮.১.৯ শিশুর যত্ন, বৃদ্ধি, বিকাশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও বেড়ে-ওঠা সংক্রান্ত শিশু লালন-পালন কার্যক্রমের (Parenting) প্রসার ঘটানো;

৮.১.১০ সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও পরিপূরক সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি;

৮.১.১১ মা ও শিশুর বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সুরক্ষা ও বিকাশের যথাযথ সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বিদ্যমান কর্মসূচিতে পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে সমন্বিত সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি;

৮.১.১২ বৃদ্ধি ও বিকাশ পরিবীক্ষণের সমন্বিত পদ্ধতির সূচনা ঘটানো এবং

৮.১.১৩ দুর্যোগ-প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থা করা।

৮.২ শিশুর জন্ম থেকে ৩ বছর

কৌশল :

৮.২.১ সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ;

৮.২.২ শিশুর মৌলিক চাহিদা (স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি ও বিকাশ) পূরণের লক্ষ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৮.২.৩ শিশুদের বিদ্যমান সেবা ও সেবা-প্রদান কাঠামো পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে সমন্বিত সেবা ও সেবা-প্রদান কাঠামো তৈরি;

৮.২.৪ মৌলিক চাহিদাভিত্তিক সমন্বিত সেবার গুণগত মান উন্নয়ন এবং ক্রমান্বয়ে দেশের সকল শিশুকে সেবার আওতায় আনা;

৮.২.৫ শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও উদ্দীপনা (Early learning and stimulation) সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.২.৬ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি ও বিকাশ সংক্রান্ত সকল ধরনের সেবা-কার্যক্রমে পরিবার ও জনসমাজের সম্পৃক্ততা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের ক্ষমতায়ন করা;

৮.২.৭ সেবা-প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.২.৮ যথাযথ সেবার জন্য সুনির্দিষ্ট স্থানে/প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ব্যবস্থা (Referral) চালু;

৮.২.৯ স্বাস্থ্য ও বিকাশগত পরিবীক্ষণ (Monitoring) ব্যবস্থা চালু;

৮.২.১০ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর দ্রুত শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় সেবা-প্রদান কাঠামো তৈরি;

৮.২.১১ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রত্যাশিত মান নিরূপণ (Developmental Assessment) করে এ সংক্রান্ত সেবার সুযোগ সৃষ্টি;

৮.২.১২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, সুবিধাবঞ্চিত, ঝুঁকিগ্রস্ত ও অনগ্রসর শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.২.১৩ পরিবার, জনসমাজ, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, সর্বোপরি সারা দেশে সংবেদনশীল শিশু-বান্ধব পরিবেশ তৈরি;

৮.২.১৪ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনসহ সম্ভাব্য বিপর্যয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নীতি প্রণয়নের পর্যায় থেকে সেবা-প্রদান পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিত ও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ;

৮.২.১৫ পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় নতুন সেবা-কার্যক্রম চালু;

৮.২.১৬ সেবা এবং এর ফলাফলের স্থায়িত্বের জন্য জীবন-জীবিকানির্ভর কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্তি;

৮.২.১৭ সামাজিক অবকাঠামো ও আন্দোলন গড়ে তোলা;

৮.২.১৮ দক্ষ জনশক্তি ও স্বেচ্ছাসেবী দল গড়ে তোলা;

৮.২.১৯ স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আচারের উপর ভিত্তি করে বিকল্প ও উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগ গ্রহণ;

৮.২.২০ সমন্বিত কেন্দ্রভিত্তিক সেবা-প্রদান কার্যক্রম চালু;

৮.২.২১ সকল শিশুর জন্য চাহিদা মোতাবেক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিকাশ ও সুরক্ষা বলয় তৈরি এবং

৮.২.২২ দুর্যোগ-প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে নবজাতক ও ছোট্ট শিশুদের জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থা।

৮.৩ শিশুর ৩ বছর থেকে <৬ বছর

কৌশল :

৮.৩.১ বয়সভিত্তিক অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহ পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন;

৮.৩.২ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সেবাসমূহের মানোন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় নতুন মাত্রার সেবা প্রদান;

৮.৩.৩ সকল শিশুর জন্য সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণ;

৮.৩.৪ জনসমাজভিত্তিক এবং কেন্দ্রভিত্তিক সমন্বিত সেবা কেন্দ্র চালু;

৮.৩.৫ সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং সে-অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ;

৮.৩.৬ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান বাড়ানোসহ পর্যায়ক্রমে সকল শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি;

৮.৩.৭ সেবা-প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার সমন্বয়ে কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরি;

৮.৩.৮ সেবার পরিধি বাড়ানো এবং ন্যূনতম আদর্শিক মান নিশ্চিতকরণ ;

৮.৩.৯ পরিবার ও জনসমাজভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্তকরণ;

৮.৩.১০ শিশুর চাহিদা, অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করে একীভূত সেবা-কার্যক্রম চালু;

৮.৩.১১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (Children with Special Needs) ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদার ধরন ও মাত্রা দ্রুত শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের ব্যবস্থা সৃষ্টি, সম্প্রসারণ এবং পর্যায়ক্রমে সকলকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার আওতায় আনা;

৮.৩.১২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, ঝুঁকিগ্রস্ত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.৩.১৩ বিদ্যমান সেবা-কাঠামোকে ব্যবহার করে পরিপূর্ণ সেবা-প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৩.১৪ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার কার্যকর বলয় তৈরি;

৮.৩.১৫ সকল পর্যায়ে শিশু-বান্ধব পরিবেশ তৈরি;

৮.৩.১৬ সকল পর্যায়ে সংস্কৃতি-বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৩.১৭ তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং সকল সম্ভাবনা পরিস্ফুটনের সুযোগ সৃষ্টি;

৮.৩.১৮ নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে পরিবার পর্যন্ত সচেতন ও সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরি;

৮.৩.১৯ যে কোনো দুর্যোগ বা জরুরি অবস্থায় শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় সেবা-কার্যক্রমের আওতায় আনা;

৮.৩.২০ প্রারম্ভিক শিক্ষা ও বিকাশ-সংক্রান্ত সেবা প্রদানের অবকাঠামো তৈরি;

৮.৩.২১ বিদ্যমান ও অনাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতিমূলক কাজের পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্ভাবনীমূলক সেবা-কার্যক্রম চালু;

৮.৩.২২ সমন্বিত সেবা-সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি;

৮.৩.২৩ সেবাসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিশুর জন্য সমান সেবা-নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে সেবা প্রদান;

৮.৩.২৪ সেবা-কার্যক্রমে বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাড়ানো এবং

৮.৩.২৫ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও অবকাঠামোর সম্পৃক্তকরণ।

৮.৪ শিশুর ৬ বছর থেকে ৮ বছর

কৌশল :

৮.৪.১ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে কার্যকর সংযোগ সৃষ্টি এবং একটি থেকে আরেকটিতে উত্তরণের (Transition) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.৪.২ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং শতভাগ শিশুর জন্য তা নিশ্চিতকরণ;

৮.৪.৩ প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সুরক্ষা-কার্যক্রমের গভীর সংযোগ স্থাপন;

৮.৪.৪ সেবার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে সকল শিশুকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা;

৮.৪.৫ পরিবার-স্কুল-জনসমাজ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকর সংযোগ ও সমন্বয় সৃষ্টি;

৮.৪.৬ জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, বাসস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৪.৭ ঝরে-পড়া রোধ এবং যে সকল শিশু শিক্ষাসহ সমন্বিত সেবা-কার্যক্রমের বাইরে তাদের সেবা-কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;

৮.৪.৮ শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সুরক্ষার কার্যকর বলয় তৈরি;

৮.৪.৯ সকল ক্ষেত্রে সেবা-প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে স্থায়ী কাঠামোনির্ভর কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয় ব্যবস্থা তৈরি;

৮.৪.১০ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদার ধরন ও মাত্রা দ্রুত শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় সেবা-প্রদান ব্যবস্থা তৈরি;

৮.৪.১১ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, সুবিধা-বঞ্চিত, ঝুঁকিগ্রস্ত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব একীভূত সেবা ব্যবস্থা চালু। অন্যথায়, বিশেষ সেবা-প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ ধরনের সকল শিশুকে এ সেবা-কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা;

৮.৪.১২ তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও অন্যান্য সেবাব্যবস্থা প্রণয়ন;

৮.৪.১৩ সকল পর্যায়ে সংস্কৃতি-বান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৪.১৪ সমন্বিত সেবা-প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.৪.১৫ স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সেবা-কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ;

৮.৪.১৬ সেবা-কার্যক্রমে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাড়ানো;

৮.৪.১৭ স্কুলভিত্তিক সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৮.৪.১৮ বিনোদন ও সৃজনশীলতার বিকাশে স্কুলভিত্তিক কার্যক্রম এবং সকল পর্যায়ে অবকাঠামোগত সুযোগ তৈরি;

৮.৪.১৯ তথ্য ও আকাশ সংস্কৃতির ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিশু-বান্ধব নীতি প্রণয়ন;

৮.৪.২০ জলবায়ু বিপর্যয়সহ যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে স্থায়ী প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা এবং নিরবচ্ছিন্ন সেবা-প্রদান কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৮.৪.২১ শিশুর মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং

৮.৪.২২ নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

৯. অবস্থাভিত্তিক কার্যক্রম

শিশুদের মানসিক, শারীরিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভৌগোলিক বিভিন্নতা এবং স্থানীয় সক্ষমতা অনুযায়ী শিশুদের বিশেষ সহায়তার প্রয়োজনে যথাযথ (Appropriate) কর্মকৌশল অবলম্বন করা হবে। শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাদের গৃহে ও কর্মস্থলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া শ্রমজীবী শিশুদের বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে (জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০)।

প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো শিশু যেন কোনো প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের যথাযথ বিকাশের জন্য যত্ন ও সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে (জাতীয় শিশুনীতি ২০১১)। অটিস্টিক শিশুদের অধিকাংশই স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। তাদের সমাজের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে যত্ন-ভালোবাসা, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে জীবনের প্রতিটি পরিসরে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

কৌশল :

৯.১.১ সকল ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের স্বাভাবিক ও সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকা, প্রতিষ্ঠা পাওয়া এবং তাদের জন্য সংবেদনশীল পরিবেশ নির্মাণকল্পে সচেতনতা সৃষ্টি;

৯.১.২ শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা;

৯.১.৩ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের যথাযথ সহায়তা ও সেবাপ্রদানের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি;

৯.১.৪ ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর বয়সী শিশুদের সব ধরনের সেবা-কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিভিন্ন চাহিদার কথা মনে রেখে সেসবের যথাযথ সংযোজনের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯.১.৫ দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও সেবা-কাঠামো গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.১.৬ পরিবার ও জনসমাজকে সম্পৃক্ত করে কার্যকর প্রতিরোধ ও সেবা-প্রদান ব্যবস্থা চালু;

৯.১.৭ সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা, আইন ও কাঠামোর সমন্বয় ও সংস্কার সাধন;

৯.১.৮ সমন্বিত একীভূত সেবা-প্রদান ব্যবস্থা সৃষ্টির পাশাপাশি বিশেষ সেবা-প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ;

৯.১.৯ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি দক্ষ জনবল তৈরি করা;

৯.১.১০ তৃণমূল পর্যায়সহ উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক বিশেষায়িত সেবা-কেন্দ্র স্থাপন;

৯.১.১১ মা-বাবা ও অভিভাবকদের ক্ষমতায়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি;

৯.১.১২ জীবিকানির্ভর স্থায়ী সেবা-কার্যক্রম চালু;

৯.১.১৩ সকল সেবা-প্রদানকারী সংস্থার কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং

৯.১.১৪ দুর্যোগ-প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থা করা।

৯.২ সুবিধাবঞ্চিত শিশু (ঝুঁকিগ্রস্ত, পথশিশু, কন্যাশিশু, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে বঞ্চিত শিশু এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তার শিশু)

কৌশল :

৯.২.১ সুবিধাবঞ্চিত বা বিভিন্ন কারণে অনগ্রসর শিশুদের অধিকার, স্বাভাবিক ও সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকা, প্রতিষ্ঠা পাওয়া এবং তাদের জন্য সংবেদনশীল পরিবেশ রচনায় সচেতনতা সৃষ্টি;

৯.২.২ জেন্ডার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গিজাত আচরণের পরিবর্তন সাধন;

৯.২.৩ নারী-পুরুষের জন্য সমান অবস্থা তৈরি করা যেন নারী-পুরুষের উভয়ের ভিতরের সমতা ও প্রত্যাশা পূরণ হয় এবং নারী যাতে সকল উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়ক, সমান ফল ভোগকারী ও ভোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা নিশ্চিত করা;

৯.২.৪ যে কোনো কর্ম-পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে নারী ইস্যুকে সমন্বিত করা এবং নারী ও দরিদ্রতমদের সম্পৃক্ত করার ফলাফল পর্যালোচনা করা;

৯.২.৫ পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তার শিশুদের জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯.২.৬ মাতৃভাষার প্রাধান্যসহ বহুভাষিক শিক্ষা চালুকরণ;

৯.২.৭ দীর্ঘমেয়াদি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ;

৯.২.৮ পরিবার ও জনসমাজকে সম্পৃক্ত করে কার্যকর প্রতিরোধ ও সেবা-প্রদান ব্যবস্থা চালু;

৯.২.৯ শিশুদের যথাযথ সহায়তা ও সেবা-প্রদানের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি;

৯.২.১০ সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা, আইন ও কাঠামোর সংস্কার সাধন;

৯.২.১১ সমন্বিত একীভূত সেবা-প্রদান ব্যবস্থা তৈরিসহ বিশেষ সেবা-প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ;

৯.২.১২ প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি দক্ষ জনবল তৈরি করা;

৯.২.১৩ ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর বয়সী শিশুদের সব ধরনের সেবা-কার্যক্রমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিভিন্ন চাহিদার কথা মনে রেখে যথাযথ ব্যবস্থা বা প্রয়োজনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯.২.১৪ তৃণমূল পর্যায়সহ উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক বিশেষায়িত সেবাকেন্দ্র স্থাপন;

৯.২.১৫ মা-বাবা ও অভিভাবকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা;

৯.২.১৬ জীবিকানির্ভর স্থায়ী সেবা-কার্যক্রম চালু;

৯.২.১৭ সকল সেবা-প্রদানকারী সংস্থার কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং

৯.২.১৮ দুর্যোগ-প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থা করা।

১০. সংশ্লিষ্ট অংশীজন (Stakeholders)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা, শিক্ষা ও বিকাশের বিষয়টি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকার শিশুর যত্ন ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় ও ঐক্য গড়ে তুলে তাদের উদ্যোগসমূহের সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করতে আগ্রহী। নির্দিষ্ট ধরনের সেবার দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার আওতায় থাকলেও সবগুলো সেবা অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে সমন্বিতভাবে পৌঁছানো এবং ওই জনগোষ্ঠীকে ঘিরে চালু-থাকা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মধ্যে গভীর যোগসূত্র তৈরি হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্যোগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব প্রদান করবে। বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে ও প্রয়োজনে জাতীয় ইসিসিডি সমন্বয় কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের তালিকা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হতে পারে।

১০.১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১০.১.১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে শিশু বিষয়ক সকল ধরনের কর্মকাণ্ড সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করার পাশাপাশি এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সামগ্রিক নীতিগত দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাই এই নীতির অধীন ইসিসিডি-বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ডের সার্বিক সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় ইসিসিডি সমন্বয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১০.১.২ প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)-এর সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ইসিসিডি (ECCD)-কে এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করবেন।

১০.১.৩ শিশু সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের কর্মকাণ্ডে যথাযথ কারিগরি সহায়তা প্রদান, সমন্বয় সাধন ও এই কর্মকাণ্ডের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যমান আইন, নীতিমালা ও ইসিসিডি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী দায়িত্ব পালন করবে।

১০.১.৪ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা মহিলাদের জন্য গৃহীত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলামে প্রারম্ভিক শৈশবে উদ্দীপনা তৈরি, যত্ন ও শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করবে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিচালিত শিশু দিবাযত্ন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা হবে।

১০.২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (HNPSDP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ও শিশুর জীবনমান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে ইসিসিডি কার্যক্রমের সমন্বয় ও সম্প্রসারণ কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ হবে নিম্নরূপ :

১০.২.১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মকৌশল পর্যালোচনা করে ইসিসিডি বিষয়ক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা;

১০.২.২ সব ধরনের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমে শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা;

১০.২.৩ একটি সমন্বিত কাঠামোতে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মকৌশল অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এর স্বীকৃতি প্রদান;

১০.২.৪ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাঠকর্মী, প্যারামেডিকস, চিকিৎসক এবং অন্য সেবা-প্রদানকারীদের ইসিসিডি-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান; তাদের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনগুলো হালনাগাদকরণ এবং প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধকরণ;

১০.২.৫ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইসিসিডি কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা;

১০.২.৬ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা যথাসময়ে শনাক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

১০.২.৭ ইসিসিডি নীতি বাস্তবায়নের কাজে অংশগ্রহণ এবং এ কাজে কারিগরি ও পেশাগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করা।

১০.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১০.৩.১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই মন্ত্রণালয় ৩ থেকে <৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো প্রণয়ন ও অনুমোদন করেছে। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ-বিষয়ক গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে শিশুদের জীবনব্যাপী শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে এই মন্ত্রণালয় তিন থেকে আট বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং পাশাপাশি যথাযথ শিক্ষা পরিচালন নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে যাতে করে শিশুরা সফলভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করতে পারে।

১০.৩.২ এই মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মাতৃভাষার প্রাধান্যসহ বহুভাষিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করবে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শিশুদের বয়স ও বিকাশ উপযোগী আনন্দদায়ক প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে দেশের সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরি করবে।

১০.৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সেবাদানকারী এবং শিক্ষা ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে।

১০.৩.৪ এই মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (BNFE) ঝরে-পড়া এবং বিভিন্ন কারণে স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের (যেমন – পথশিশু, কর্মজীবী শিশু ইত্যাদি) জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

১০.৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১০.৪.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি দায়িত্বশীল, সক্ষম ও আধুনিক প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তার কার্যক্রম ও শিক্ষাক্রমে ইসিসিডি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) মূলত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা-কার্যক্রমের জন্য শিক্ষাক্রম ও প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করবে। এনসিটিবি শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (ELDS) অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে তার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকাসহ অন্যান্য শিখন ও শিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন ও প্রয়োজনে পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করবে।

১০.৪.২ এনসিটিবি শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণসমূহের কার্যকারিতা যাচাই করে এগুলোর মানোন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা পরিচালনা করবে।

১০.৪.৩ এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ স্কাউট তাদের শিক্ষা ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ সচেতনতা-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ইসিসিডির অন্তর্ভুক্তকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৫ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১০.৫.১ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে মিল রেখে শিশুর সাংস্কৃতিক ও মননশীলতার বিকাশে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৫.২ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রালয়ের গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বইপত্র প্রকাশ, শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শন, শিশুদের জন্য বইমেলার আয়োজন এবং খেলাধুলার উপকরণ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

১০.৫.৩ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ ধারণা লাভের জন্য প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিনামূল্যে প্রত্নস্থল ও প্রত্নজাদুঘরসমূহ পরিদর্শন করার অনুমতি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও বিশেষ দিবসসমূহে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হলে তাতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়। আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় Power Point Presentation এর মাধ্যমে প্রত্নসম্পদ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী করা হলে তা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উপভোগের সুযোগ দেয়া হয় যা অব্যাহত থাকবে।

১০.৫.৪ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বই ও শিখন উপকরণ প্রণয়ন এবং মুদ্রণ/প্রকাশের কাজে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিশুদের জন্য দেশব্যাপী বইমেলার আয়োজন করবে, যেখানে শিশুর বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বইপত্র, শিক্ষা উপকরণ, খেলাধুলার উপকরণ ও খেলনা প্রদর্শন করা হবে।

১০.৫.৫ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তার শিশুদের বাংলাদেশের মূলস্রোতধারার জাতীয় সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি তাদের নিজ নিজ বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে সম্যক ধারণা দানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৬ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১০.৬.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে শিশু সদন, ছোটমনি নিবাস, শিশু পরিবার, দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং কারাগারে আটক মায়েদের সন্তানদের জন্য নিরাপদ সদন পরিচালনা করছে। সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে এই সেবার আওতায় আনার পাশাপাশি এই মন্ত্রণালয় বর্তমান কার্যক্রমের ভিত্তিতে এবং ইসিসিডি নীতির আলোকে সেবাসংশ্লিষ্ট একটি ইসিসিডি পরিচালন কাঠামো তৈরি করবে।

১০.৬.২ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান নীতিমালা ও কারখানা আইন ১৯৬৫ (৪ নং ধারা)-এর অনুসরণে কর্মজীবী মায়েদের সন্তানদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও সেগুলো পরিচালনা করবে।

১০.৭ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১০.৭.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন - জেলা পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইসিসিডি কার্যক্রমকে তাদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করবে এবং এ-ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

১০.৭.২ ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ইসিসিডি সেবাদানকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা করবে ও মাঠ পর্যায়ে এ-কার্যক্রম বিস্তারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৭.৩ ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ ইসিসিডি সেবাদানকারী সংস্থার সহায়তায় নির্দিষ্ট এলাকার ইসিসিডি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মহিলা সমিতি গঠন করে তাদের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৭.৪ ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডে ইসিসিডি কার্যক্রমগুলো সমন্বয় করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ইতোমধ্যে শিশুর জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কর্মসূচি হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ইসিসিডির অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সেবাদানকারীদের সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৭.৫ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এলাকার সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করবে ও এর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১০.৭.৬ সিটি কর্পোরেশনগুলোকে বিভিন্ন সংস্থার ইসিসিডি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্তকরণসহ ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৭.৭ স্থানীয় সরকার বিভাগ কেন্দ্রীয়ভাবে ইসিসিডি কার্যক্রমগুলোর তাৎপর্য তুলে ধরে দেশব্যাপী স্থানীয় সরকার সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্টতায় ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১০.৭.৮ ইসিসিডি সেবাদানকারী সকল পক্ষ ওয়ার্ডের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে এলাকাবাসীর চাহিদাভিত্তিক ০২ থেকে ০৫ বছরের জন্য ইসিসিডি কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

১০.৮ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১০.৮.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সংখ্যালঘু জাতিসত্তার সকল শিশু এবং পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত অন্য শিশুদের ইসিসিডি-বিষয়ক সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করবে।

১০.৮.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ, নিজ উদ্যোগে ইসিসিডি কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৮.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য মাতৃভাষার প্রাধান্যসহ বহুভাষিক শিক্ষা চালু করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

১০.৯ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১০.৯.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে মসজিদ, মন্দির ও গির্জাভিত্তিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতিমূলক ও মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখবে।

১০.৯.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসিসিডির প্রেক্ষাপটে গুণগত মান বজায় রেখে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

১০.৯.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈততা এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত জনসমাজ এবং দুর্গম এলাকাগুলোকে কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৯.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে প্রারম্ভিক শৈশবে উদ্দীপনা তৈরি, যত্ন ও শিক্ষাপ্রদানের গুরুত্বের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে।

১০.১০ খাদ্য মন্ত্রণালয়

১০.১০.১ খাদ্য মন্ত্রণালয় মা ও শিশুর নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১০.১০.২ খাদ্য মন্ত্রণালয় ০- ৫ বয়সের শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে।

১০.১০.৩ বয়সের তুলনায় স্বল্প-ওজন (underweight), বৃদ্ধি-রুদ্ধতা (stunting) এবং উচ্চতার তুলনায় স্বল্প-ওজন (wasting) বিশিষ্ট শিশুর পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১০.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১০.১১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় যে কোনো দুর্যোগে মা ও শিশুদের কথা বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় জরুরিভিত্তিক ইসিসিডি সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। তাছাড়া যে কোনো জরুরি অবস্থায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মহিলা ও শিশুদের চাহিদা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১০.১২ তথ্য মন্ত্রণালয়

১০.১২.১ তথ্য মন্ত্রণালয় তার দপ্তর এবং সকল যোগাযোগ মাধ্যমে ইসিসিডি বিষয়ের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি, মতামত তৈরি ও অনুকূল প্রচারণামূলক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১০.১২.২ প্রচারণামূলক উপকরণ এবং ইসিসিডি-বিষয়ক বার্তাগুলো জনসমাজে অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন সভা, শিশুমেলা, বইমেলা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠানসমূহ, কমিউনিটি রেডিও, কমিউনিটি টেলিভিশন, লোকসঙ্গীত, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিতরণ, প্রচার ও প্রসারের কাজে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১০.১৩ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১০.১৩.১ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত খেলার সুযোগ সৃষ্টিসহ ইসিসিডি সেবা সম্প্রসারণ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.১৩.২ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব পুরুষ ও মহিলাদের জন্য গৃহীত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলামে প্রারম্ভিক শৈশবে উদ্দীপনা তৈরি, যত্ন ও শিক্ষাপ্রদানের গুরুত্ব অন্তর্ভুক্ত করবে।

১০.১৪ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১০.১৪.১ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে কর্মজীবী মায়েদের সন্তানদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনাসহ শিশুবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.১৫ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১০.১৫.১ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কারাগার, উন্নয়ন কেন্দ্র (Development Centre) বা অন্য কোনো স্থানে তাদের হেফাজতে থাকা মহিলা ও শিশুদের জন্য ইসিসিডি সেবা নিশ্চিত করবে এবং পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের পুনর্বাসন সেবাদানের মাধ্যমে সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদান করবে।

এছাড়া সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইসিসিডি বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যে কোনো প্রয়োজনে সমন্বয়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্য যে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে পারবে। বিভিন্ন খাতের কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ইসিসিডির সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও জনসমাজের যথার্থ অংশগ্রহণের দিকে নজর দিতে হবে। প্রতিটি খাতে নিজেদের কর্মসূচিতে এই নীতিমালার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় পরিপূরক ব্যবস্থা সংযুক্তকরণে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১০.১৬ বেসরকারি সংগঠন

১০.১৬.১ শিশু উন্নয়ন বিষয়ক বেসরকারি সংস্থা, নেটওয়ার্ক, ফোরাম, পেশাজীবী সংগঠনসহ অন্যান্য সংস্থা ইসিসিডি নীতির আলোকে যথাযথ মান বজায় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে।

১০.১৬.২ অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির ক্ষেত্রে ও দুর্গম এলাকায় ইসিসিডি সেবা-প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালনসহ বেসরকারি সংস্থাসমূহ সেবা-প্রদানের কার্যকর মডেল তৈরি করে সরকারকে সহায়তা করবে।

১০.১৬.৩ সরকারের সঙ্গে যথাযথ সংযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করে ইসিসিডি সেবা-প্রদানের পাশাপাশি গবেষণামূলক, কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

১০.১৭ আন্তর্জাতিক সংস্থা

১০.১৭.১ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ইসিসিডি নীতির আলোকে বাংলাদেশে ইসিসিডি-বিষয়ক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া সেবার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি দেশীয় সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

১০.১৭.২ ইসিসিডি খাতে আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা আনার ক্ষেত্রেও তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

১০.১৭.৩ সর্বোপরি সরকারের ইসিসিডি সেবা-প্রদান সংক্রান্ত পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ উদ্যোগ গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

১০.১৮ বেসরকারি খাত

১০.১৮.১ সরকারের ইসিসিডি-বিষয়ক নীতির আলোকে গ্রহণীয় ব্যবস্থা ও সেবাসমূহ নিশ্চিত করে বেসরকারি খাত নীতি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

১০.১৮.২ বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীদের বিশেষত মহিলা কর্মীদের ও কর্মী পরিবারের শিশুদের সেবা, যত্ন ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.১৮.৩ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বেসরকারি খাত ইসিসিডি-বিষয়ক সেবা-প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকারকে এক্ষেত্রে সহায়তা করবে। সরকারের ইসিসিডি তহবিল তৈরির উদ্যোগে যথাযথভাবে সাড়া দিয়ে এবং ইসিসিডি-সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও কর্মকৌশল যথাযথভাবে পালন করে বেসরকারি খাত নীতি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

১১. শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ও পরিমাপক

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standards) প্রণয়ন করেছে যা এই নীতির কারিগরি ক্ষেত্রে মানদণ্ড নিরূপণে ব্যবহৃত হবে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের (ইসিসিডি) সমন্বিত নীতি প্রণয়নে শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (ELDS)-এ বর্ণিত মানদণ্ডসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় যৌক্তিকীকরণ (Validation) শেষে ইসিসিডি নীতি বাস্তবায়নের গুণগত মান নির্ধারণেও ইএলডিএস ব্যবহৃত হবে।

১২. বাস্তবায়ন কৌশল

১২.১ শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (National Council of Women and Child Development- NCWCD) সার্বিক নীতি নির্দেশনা প্রদান করবে। এই পরিষদ মা ও শিশুর জন্য সর্বোত্তম সুরক্ষা, বিকাশ ও শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.২ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় ইসিসিডি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার ব্যাপারে এই কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে। এছাড়া বর্ণিত নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ, কার্যক্রম ও কৌশলের ক্ষেত্রে এই কমিটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেবে।

১২.৩ যথাযথ গতি ও গুণগত মান বজায় রেখে ইসিসিডি নীতির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে ইসিসিডি বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কারিগরি পরামর্শ দেওয়ার জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ইসিসিডি কারিগরি কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি ইসিসিডি নীতির আলোকে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করবে।

১২.৪ শিশুর সার্বিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীসহ অন্য দপ্তরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

১২.৫ সরকার যথাসময়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীকে উন্নীতকরণের মাধ্যমে শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর-এ রূপান্তর অথবা একটি স্বতন্ত্র শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিশু বিকাশের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

১২.৬ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের শিশু বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট বা বিকল্প ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি শিশু বিকাশ-বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতি তিন মাস অন্তর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

১২.৭ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গ প্রতিষ্ঠান তাদের বিদ্যমান অবকাঠামোর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায়ে শিশু বিকাশ-বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

১২.৮ সকল কার্যক্রমে সঠিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রশাসনিক ধাপে – যেমন : ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগে–বিদ্যমান শিশু-বিষয়ক কমিটিগুলোকে ইসিসিডি কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব দিয়ে সক্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৩. প্রশিক্ষণ

ইসিসিডি-বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি সারা দেশের ইসিসিডি-বিষয়ক জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ ও বিদ্যমান বাস্তবায়ন পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইসিসিডি-বিষয়ক একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরি করবে। ইসিসিডি-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান উপযোগী সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ইসিসিডি-সংক্রান্ত নতুন প্রশিক্ষণ অবকাঠামো তৈরিসহ বিদ্যমান বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউলগুলোকে পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্তের আলোকে উন্নয়ন করা হবে। ইসিসিডি-বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি পরিকল্পনাকারী, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়নকারী,

চর্চাকারী, মা-বাবা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া কর্মী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি ও পেশাগতভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রণীত প্রশিক্ষণ নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT), শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (ICMH), বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (URC)-এর মতো প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও এই প্রশিক্ষণ-কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো ইসিসিডি খাতে প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১৪. সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ

সমন্বিত ইসিসিডি-বিষয়ক কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে পরিবার পর্যন্ত সমানভাবে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সামাজিক সচেতনতা তৈরিসহ সার্বিক উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনা প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে :

১৪.১ কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সমন্বিত সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যাতে বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সংস্থা তা অনুসরণ করে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে;

১৪.২ নীতি বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এরূপ ইস্যুতে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

১৪.৩ পরিকল্পনা প্রণয়নে জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচরণিক পরিবর্তনকে সমানভাবে বিবেচনা করা;

১৪.৪ বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণসহ সম্ভাব্য সকল মিডিয়া ব্যবহার করা এবং এ লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব তৈরি এবং

১৪.৫ তথ্যপ্রযুক্তি ও জনসম্পদসহ সম্ভাব্য সকল সরকারি সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১৫. সরকারি-বেসরকারি অংশীদার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় পরিকল্পনা

ইসিসিডি-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারি উদ্যোগকে সুসংহত ও আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে। নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি কর্মকাণ্ডের সুসমন্বয়কল্পে নীতি বাস্তবায়ন কাঠামোতে বেসরকারিসহ সকল পর্যায়ের সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এছাড়া নীতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি পরিমাপক ও সূচক নির্ধারণে ইসিসিডি-বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় পরিকল্পনা বিশেষভাবে বিবেচনা করবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের নিমিত্ত একটি নির্দেশনা অনুমোদনসহ এর একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনাও প্রণয়ন করেছে যা এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে।

১৬. গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ-বিষয়ক কার্যক্রমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিদ্যমান গবেষণা

কার্যক্রমের মধ্যে ইসিসিডি-বিষয়ক গবেষণা অন্তর্ভুক্তকরণসহ একটি সমন্বিত গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে গবেষণার ফলাফল যথাযথভাবে যেন কর্মসূচি প্রণয়নে ব্যবহার করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নীতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে তথ্যভান্ডার তৈরিসহ প্রয়োজনীয় টুলকীট তৈরি করা হবে।

১৭. অর্থায়ন

১৭.১ শিশুর সমন্বিত ইসিসিডি-বিষয়ক নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রধান সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে।

১৭.২ বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে ইসিসিডি-বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ সমন্বয় কাঠামোর যথাযথ কার্যকারিতা ও সক্রিয়তার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

১৭.৩ প্রস্তাবিত নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় নির্ধারিত মোট সম্পদ সীমার (total budget ceiling) আলোকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৭.৪ এ নীতির অধীন কার্যক্রমের অগ্রাধিকার বিবেচনা করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (Annual Development Programme-ADP)-তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়/বিভাগের অনুকূলে নতুন প্রকল্প অনুমোদন এবং উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে উল্লেখিত সম্পদ সীমার মধ্যে বাজেট বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৭.৫ নীতি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার কার্যক্রম হাতে নেয়ার লক্ষ্যে সরকার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের সঙ্গেও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৭.৬ বিভিন্ন বাস্তায়নকারী সংস্থার অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ক কাঠামোর জন্য সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাবরে বরাদ্দকৃত অর্থ একীভূত করে এ খাতের মোট বরাদ্দ প্রদর্শন করা হবে।

১৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

ইসিসিডি-কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

১৯. আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশিকা, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিলে সমন্বয়ক মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা প্রণয়ন করবে।

কারিগরি শব্দকোষ

কারিগরি শব্দকোষ (Glossary of Technical Terms)

প্রারম্ভিক শৈশব (Early Childhood) : প্রারম্ভিক শৈশব শিশুর জীবনের একটি বিশেষ কালপর্ব। এ কালপর্ব প্রধানত মাতৃগর্ভের ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই সময়পর্বেই একটি শিশুর পরবর্তী জীবন গঠনের ভিত তৈরি হয়। সে-কারণে একজন মানুষের জীবনে প্রারম্ভিক শৈশব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্রূণাবস্থা (Embryo) : ভ্রূণ শব্দ থেকে ভ্রূণাবস্থা শব্দের উদ্ভব। ভ্রূণ-এর অর্থ হল গর্ভস্থ সন্তান। সেদিক থেকে ভ্রূণাবস্থা শব্দটি দুটো দিককে নির্দেশ করে, একটি হল অবস্থা আর অন্যটি কালপরিসর। মায়ের গর্ভে শিশুর ভ্রূণ সৃষ্টির ক্ষণ থেকে জন্মাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কালপর্বকে ভ্রূণাবস্থা হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রকৃত অর্থে মায়ের গর্ভে শিশুর ভ্রূণ সৃষ্টির পর থেকেই তার বিকাশ ও শিখন প্রক্রিয়ার শুরু হয়। মাতৃগর্ভে শিশুর নিরাপত্তা, যত্ন ও উদ্দীপক-পরিবেশ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে শিশুর সঙ্গে মায়ের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার শুভ সূচনা ঘটে এ সময়পর্বেই।

বিকাশ (Development) : বিকাশ অর্থ পরিবর্তন। এখানে সময়ের সাথে সাথে শিশুর সব দিক থেকে বেড়ে ওঠা ও বড় হওয়াকে বিকাশ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। শিশুর জীবনে এই যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন যা সচরাচর একটি রূপাদর্শ অনুসারে ঘটে থাকে এবং তা সময়ের তালে তালে পরিণত অবস্থার দিকে এগিয়ে যায়। শিশুর সব দিক থেকে অর্থাৎ সার্বিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে থাকে (১) শারীরিক, (২) আবেগিক, (৩) সামাজিক, (৪) বুদ্ধিবৃত্তিক, (৫) ভাষাগত ও (৬) আত্মসচেতনতামূলক ক্ষেত্রে। এই ছয়টি দিককে একত্রে বিকাশের ক্ষেত্র (Development Domain) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

শারীরিক বৃদ্ধি (Growth) : শারীরিক বৃদ্ধি বলতে প্রধানত সঞ্চালক পেশির বেড়ে-ওঠাকে বোঝানো হয়েছে। সঞ্চালক পেশির বেড়ে-ওঠা বা বৃদ্ধির ফলে শিশু তার পেশি সঞ্চালনার নানারকম দক্ষতা অর্জন করে। এসব দক্ষতাকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় – প্রথমটি স্থূল সঞ্চালনা, যেমন : হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটা, দৌড়ানো; আর দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম সঞ্চালনা, যেমন : চোখ ও হাতের সমন্বয়, কিছু লেখা ও কাটাকুটি করা।

সুরক্ষা (Protection) : সাধারণ অর্থে সুরক্ষা হলো যত্ন সহকারে রাখা। উন্নয়নে সুরক্ষার দুটো দিক রয়েছে, একদিকে এটি কতগুলো কার্যব্যবস্থার সমাহার এবং অন্যদিকে এটি একটি কাঠামো। শিশুদের ওপর প্রতিনিয়ত যে নিপীড়ন, অবহেলা, শোষণ ও নির্যাতন ঘটছে তা থেকে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষা করা, আর যারা এগুলো ঘটাচ্ছে তাদের নিবৃত্ত করা সুরক্ষার অংশ। এছাড়া এর লক্ষ্য হল, দুর্বার সুরক্ষার পক্ষে দেশব্যাপী শিশুদের সাড়া জাগানো এবং নিপীড়িত শিশুদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর সেই সঙ্গে নিপীড়নকারীদের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। শিশুর সুরক্ষার আরো লক্ষ্য হল, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে বিবৃত শিশুদের অধিকার রক্ষায় উৎসাহিত করা, প্রণোদনা প্রদান এবং তা আদায়ে সার্বিক সহযোগিতা করা। এই লক্ষ্যে সুরক্ষার জন্য এমন একটি কাঠামো দরকার যা সুনির্দিষ্ট কার্যব্যবস্থার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

স্থূলতা (Obesity) : স্থূলতা হল শিশুর জীবনের একটি বিশেষ অবস্থা। এ অবস্থায় একজন শিশুর দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমে যায়। এই অস্বাভাবিক চর্বির পুঞ্জীভবন যে কোনো ধরনের স্বাস্থ্যজনিত অঘটন ঘটাতে পারে। এটি শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যে কোনো শিশুর দেহের স্বাভাবিক ওজনের ২০ শতাংশ বেশি ওজন হলেই সে স্থূলতায় ভুগছে বলে ধরে নেওয়া হবে। স্থূলতাকে কেউ কেউ রোগ হিসেবেও অভিহিত করে থাকে।

বৃদ্ধি-রুদ্ধতা (Stunting) : শিশুর জীবনে স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে বৃদ্ধি-রুদ্ধতা। এটি শিশুর জীবনের বিশেষ অবস্থা। এ অবস্থায় শিশুর ওজন সুনির্দিষ্ট বয়সে যা থাকার কথা তার চেয়ে অনেক কম থাকে। শিশুর ওজন যেমন হ্রাস পায়, তেমনি উচ্চতাও কমে যায়। ফলে এসব শিশু খর্বাকৃতির হয়ে থাকে। গর্ভবতী মায়ের পুষ্টিহীনতাই মূলত বৃদ্ধি-রুদ্ধতার জন্য দায়ী। যদি শিশুর বৃদ্ধি- রুদ্ধতা স্থায়ী রূপ নেয়, তা হলে তার ওজন ও উচ্চতা কখনো স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে আনা যায় না। বৃদ্ধি- রুদ্ধতা আবার অকাল মৃত্যুরও কারণ হয়; কেননা প্রারম্ভিক শৈশবে এসব শিশুর অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ পায় না।

সামাজিক বিকাশ (Social Development) : সামাজিক বিকাশ বলতে মূলত শিশুর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কলাকৌশলকে বোঝানো হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হল : যোগাযোগ নৈপুণ্য, ভাব-বিনিময়, বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং অন্যদের সাথে সম্পর্ক নির্মাণ।

আবেগিক বিকাশ (Emotional Development) : আবেগিক বিকাশ বলতে প্রধানত শিশুর মনোজাগতিক পরিস্থিতি প্রকাশের দক্ষতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এ দক্ষতা অর্জনের ফলে শিশুরা নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যথাযথভাবে তা প্রকাশ করতে পারে। যেমন – ভয়, দুঃখ, রাগ বা তার সুখানুভূতির প্রকাশ।

বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ (Cognitive Development) : বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বলতে সাধারণত জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশকে বোঝানো হয়ে থাকে। তবে এর অর্থ আরো ব্যাপক। একটি শিশুর জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে তার অন্যান্য নৈপুণ্য যেমন – কোনো কিছু ধারণা করা, অনুমান করা, কোনো বিষয়ে বোধগম্যতা ও সচেতনতার মাত্রাসহ কোনো কিছু সমাধানের দক্ষতা অর্জন বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের আওতায় পড়ে। শিশুরা মূলত খেলাধুলা, আবৃত্তি, প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন, প্রাক-অঙ্কন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে আরো শাণিত করে।

ভাষাগত বিকাশ (Language Development) : যোগাযোগের মাধ্যম হল ভাষা। মানুষ ভাব প্রকাশের জন্য যে কথা, উক্তি বা সংকেতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে তাই-ই ভাষা। আর ভাষাগত বিকাশ হল একটি প্রক্রিয়া যা শুরু হয় শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবে। বাংলাদেশের পটভূমিতে প্রারম্ভিক শৈশবকাল (জন্ম থেকে আট বছর বয়স অবধি) অনুসারে শিশুদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় : জাদুমনি (Infant/ Baby যার বয়স ০-১ বছর), সোনামনি (Toddler যার বয়স ২-৩ বছরের মধ্যে) ও খোকাখুকি (যার বয়স হবে ৪-৮ বছর)। সাধারণত, জন্মাবার পর থেকে কথা বলতে না-পারা শিশুকে জাদুমনি হিসেবে অভিহিত করা যায়। কিন্তু আদর্শিকভাবে জন্ম থেকে ১২ মাস বয়সী শিশুকে জাদুমনি বলে। এ সময় জাদুমনিরা বিভিন্ন ধ্বনি ও উক্তির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখে। তারা আধো আধো বুলিও (Babbling) বলা শুরু করে। কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুরা ভ্রূণাবস্থার একটি পর্যায় থেকে নানা ধরনের ধ্বনি শনাক্ত করতে পারে এবং মায়ের কথার ধরনকে শনাক্ত করতে পারে। সাধারণত, সোনামনিরা ২-৩ বছর বয়স পর্যন্ত আধো আধোভাবে কথা বলতে শুরু করে। তারা এসব আধো আধো কথা নিয়ে ২/৩ শব্দের বাক্যে নিজেদের প্রকাশ করার চেষ্টা করে। এ সময় তারা নিজেদের বা বাড়ির অন্য সদস্যদের কথার পুনরাবৃত্তি করে। আর খোকাখুকিরা মোটামুটিভাবে সরল বাক্যে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে। ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতা, সম্পর্ক-বলয়, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির প্রভাবে তাদের উন্নয়ন ঘটে এবং সরল থেকে ক্রমশ সহজ ভাষায় এরা কথা বলা শুরু করে। ফলে শিশুরা ধীরে ধীরে কথা বলায় শাণিত ও পরিশীলিত হয়ে ওঠে।

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (Early Childhood Care and Development) : শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ একটি ক্রমবর্ধমান বিষয় যা প্রতিনিয়ত মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক গবেষণার ফলনির্যাসের ওপর ধীরে ধীরে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠছে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের দুটো অংশ। একটি যত্ন, অন্যটি শিক্ষা। যত্ন অংশে শিশুর বেঁচে থাকা, বিকাশ (শারীরিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক ও ভাষাগত) ও সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত। যত্ন অংশের কর্মতৎপরতার মধ্যে রয়েছে সকল যত্নকারীর সঙ্গে শিশুর মিথস্ক্রিয়া; ভারসাম্যময় পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুত ও তা খাওয়ানোর চর্চা, স্বাস্থ্যসেবা ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপক। অন্যদিকে, শিক্ষা অংশে রয়েছে নানারকম শিখন প্রক্রিয়া, বিশেষ করে তথ্য ও জ্ঞান আহরণ ও আবিষ্কার; শিশুর অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি, সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটানো এবং স্কুলের জন্য প্রস্তুত করা। সর্বোপরি শিশুর জীবনভর শিখনের ভিত প্রতিষ্ঠা করা। যত্ন ও শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশুসহ তার মা-বাবা তথা অন্যান্য যত্নকারী এবং সমাজের সংশ্লিষ্ট সদস্যবর্গ জড়িত। আর শিশুর জীবন গড়নে তিনটি প্রতিষ্ঠান – পরিবার, স্কুল ও জনসমাজ – অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ কার্যক্রম অবশ্যই শিশুকেন্দ্রিক, পরিবারভিত্তিক, স্কুল অভিমুখী এবং জনসমাজের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে হবে।

অণুপুষ্টি (Micronutrient) : অণুপুষ্টি হল একগুচ্ছ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সমাহার, যেগুলো মানব শরীরে খুব সামান্যই প্রয়োজন হয়। তবে সুস্থ দেহের জন্য অণুপুষ্টি অত্যন্ত দরকারি, আর এর ঘাটতি হলে কঠিন স্বাস্থ্য সমস্যায়ও একজন নিপতিত হতে পারে। মানব দেহের শরীরবৃত্তীয় ব্যবস্থাপনাসহ হাড়ের বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের কার্যকরতা নির্ভর করে অণুপুষ্টির ওপর। গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থগুলো হলো – ফ্লোরাইড, সেলেনিয়াম, সোডিয়াম, আয়োডিন, তামা ও দস্তা। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ভিটামিনগুলো হল সি, এ, ডি, কে এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স।

শিশুলালন (Parenting) : শিশুলালন হল এমন একটি শিখন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক, আবেগিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ভাষাগত বিকাশে সহযোগিতা ও সহায়তা করা হয়। এই শিখন প্রক্রিয়ার মূল ব্যক্তিরা হলেন মা-বাবাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য। শিশুলালন শিশুর ভেতরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে দ্রুত বিকশিত হতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। শিশুলালনের কালপর্ব জন্মের পর থেকে সাবালকত্ব পর্যন্ত প্রলম্বিত। তবে শিশুলালনের কৌশল ও বিষয়াদি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট যত্নকারীদের প্রেক্ষাপট, জ্ঞান, শিখন, অভিজ্ঞতা ও দেশীয় চর্চার ওপর।

প্রারম্ভিক উদ্দীপনা (Early Stimulation) : প্রারম্ভিক উদ্দীপনা হল এমন কিছু কর্মতৎপরতার সমাহার যেগুলো একটি শিশুর পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে উজ্জীবিত করাতে সহায়তা করে। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় হল – চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বা। আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে শিশুরা দেখতে পায়, শুনতে পায়, ঘ্রাণও অনুভব করতে পারে। আরো অনুভব করতে পারে স্পর্শ ও স্বাদ। প্রারম্ভিক উদ্দীপনা একটি শিশুর মনোযোগ, স্মরণশক্তি, অনুসন্ধিৎসা এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নয়নে সহযোগিতা করে। তা ছাড়া শিশুর পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করার মধ্য দিয়ে সেই শিশুর বিকাশমূলক মাইলফলকসমূহ দ্রুত অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভবপর হয়।

প্রারম্ভিক শিখন (Early Learning) : প্রারম্ভিক শিখন হল এমন কিছু কর্মতৎপরতার সমষ্টি যা একটি শিশুর জীবনের শুরুতেই তার সহজাত শিখন প্রক্রিয়াকে শাণিত ও কার্যকর করে তুলতে সহায়ক হয়। শিখনের যোগ্যতা যদি বুদ্ধিমত্তা হয় তাহলে প্রতিটি শিশু জন্ম থেকেই প্রতিভাধর। মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর অবধি গুরুত্বপূর্ণ হলেও জন্ম থেকে তিন বছর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ, শিশুর জীবনের প্রথম বছরটিতেই তার স্নায়ুতন্ত্রের ভিত গঠিত হয়। মূলত এ সময় থেকেই শিশুর

কৈশোর ও বয়স্ক মানুষে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে থাকে। মায়ের গর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টির পর থেকেই মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো একটি শিশুর দেহের অন্যান্য কোষ থেকে বহুগুণে দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবে তার মস্তিষ্কের দ্রুত বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। জন্মের পরপর তার মস্তিষ্কের ওজন থাকে ২৫% (একজন বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজনের তুলনায়); এক বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫০%; দু-বছরে ৭৫%; আর তিন বছরে তা ৯০% হয়। ভ্রূণ সৃষ্টির ২০ সপ্তাহ পর থেকে একটি শিশুর শ্রবণশক্তি পুরোপুরিভাবে তৈরি হয়ে যায়। ফলে গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পর থেকে তার শিখনের কর্মতৎপরতাও শুরু হয়।

গর্ভাবস্থায় শিশুর শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকর রাখার জন্য শ্রাবণিক (auditory) ও স্পার্শনিক (tactile) উদ্দীপনামূলক কর্মতৎপরতা পরিচালনা করা যায়। তা ছাড়া জন্মের পর যতদূর সম্ভব শিশুকে আদর করা, তার সাথে কথা বলা, খেলা ও তাকে পড়ে শোনানো খুবই জরুরি। শিশুকে জড়িয়ে ধরা, চুমু দেওয়া ও তাকে কোলে নেওয়া উল্লেখযোগ্য উদ্দীপক। এ কারণেই পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে যে, শিশুকে বেশি করে সময় দিন, তার সাথে খেলুন, গান করুন, ছড়া বলতে সাহায্য করুন। ঘুমুতে যাওয়ার সময় গল্প বলুন। এমনিভাবে আদর-সোহাগ দিয়ে শিশুর অনুসন্ধিৎসাকে মেটান। দেখবেন আপনার শিশু বেড়ে উঠছে অন্যভাবে: পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বাকপটুতায় অনন্য হয়ে।

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষা (Early Childhood Care and Education) : 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষা' বলতে সব শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন ও শিক্ষা সংক্রান্ত সব ধরনের সহায়তা প্রদানকে বোঝায়। এসব সহায়তা শিশুর ভ্রূণাবস্থা থেকে আট বছর বয়সীদের বেঁচে থাকা, সুরক্ষা, যত্ন ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ নিশ্চিত করে থাকে।

প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standards-ELDS) : শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের নির্দিষ্ট মান মূলত শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবের শিখন ও বিকাশের বিষয়ভিত্তিক মানদণ্ডসমূহের সমাহার। ইংরেজিতে এটিকে সংক্ষেপে ইএলডিএস বলে। ইএলডিএস হল এমন কতকগুলো বিবৃতির সমষ্টি যেগুলো শিশুর জ্ঞান ও আচরণকে নির্দেশ করে। বিশেষ করে শিশুরা কোন বয়সে কী জানবে অথবা শিশুরা কী করতে পারবে সেসবের নির্দেশনাও থাকে এতে। অন্যদিকে, ইএলডিএস হল একটি পরিমাপক যা শিশুর শিখন ও বিকাশের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। উপরন্তু, এটি বাবা-মা, শিক্ষকসহ অন্য যত্নকারীদের নির্দেশনা-বই হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইএলডিএস চারটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ওপর প্রণীত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হল – ১. শারীরিক স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও পেশি সঞ্চালনা; ২. সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ; ৩. ভাষা, সাক্ষরতা ও যোগাযোগ দক্ষতা এবং ৪. বোধায়ন ও সাধারণ জ্ঞান। ইএলডিএস নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে – যেমন : শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল, শিশুলালন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং ইসিসিডি-বিষয়ক গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি ইত্যাদি প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিচালনে – সহযোগিতা করতে পারে।

জেন্ডার (Gender) : সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মাঝে যে বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে তাই-ই জেন্ডার। জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে-ওঠা নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য। সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের ভূমিকা, সংক্ষেপে নারী-পুরুষ সম্বন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধই হল জেন্ডার। যে কোনো দেশে নারীরা কী পুরুষের মতো স্বাধীনভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে? সব দেশে এটি সমভাবে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু এসব বিষয় সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত তাই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ ও ভূমিকা পরিবর্তিত হয়।

জেন্ডার-সমতা (Gender Equality) : নারী ও পুরুষ সমান দৃষ্টিতে বৈষম্যহীনভাবে বিবেচিত হওয়াকে জেন্ডার সমতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। নারী ও পুরুষকে সমভাবে বিবেচনা করা হলেই যে সমানুপাতিক হারে ফল পাওয়া যাবে তা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, নারী ও পুরুষ উভয়েরই জীবনাভিজ্ঞতায় রয়েছে ভিন্নতা। অন্য কথায় জেন্ডার সমতা হল, যে কোনো ধরনের বৈষম্যের অনুপস্থিতি। লিঙ্গভেদে যেন কখনো কোনো সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ ব্যবহারে-বন্টনে অথবা সেবা প্রাপ্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি না হয় তাই-ই নিশ্চিত করে জেন্ডার সমতা।

জেন্ডার ন্যায্যতা (Gender Equity) : জেন্ডার সমতা নারী-পুরুষকে সমভাবে বিচার বিবেচনা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু নারী-পুরুষকে সমভাবে বিবেচনা করার ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একই ধরনের ফল নাও পেতে পারে। সামাজিকভাবে সৃষ্ট নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব বিবেচনাসাপেক্ষে যাতে কোনো সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারে, সম্পদ বন্টনে অথবা সেবা প্রাপ্তিতে গুণগত বৈষম্য সৃষ্টি না-হয় সেটা-ই নিশ্চিত করে জেন্ডার ন্যায্যতা। জেন্ডার ন্যায্যতা প্রধানত গুণগত দিক বিবেচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে নারী-পুরুষের মাঝে প্রচলিত বৈষম্য হ্রাসের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা (Gender Sensitivity) : জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টির কারণ অনুধাবন, উপলব্ধি ও বিবেচনা করাই হল জেন্ডার সংবেদনশীলতা। এসব কারণ হতে পারে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবেশিক ও মনস্তাত্ত্বিক। তাছাড়া সমাজের বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থান থেকে উৎসারিত নারীদের বিভিন্ন রকমের মতামত/ধারণা ও আগ্রহ/কৌতূহল চিনে, বুঝে ও তা কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারাই হল জেন্ডার সংবেদনশীলতা। জেন্ডার সচেতনতা হল জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রথম ধাপ মাত্র।

কার্যকর শিখন (Effective learning) : 'কার্যকর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'ফলদায়ক' আর 'শিখন' শব্দের অর্থ হল জ্ঞানলাভ করা বা শিক্ষানুশীলন করা। তাই সাধারণ অর্থে সুনির্দিষ্ট ফলদায়ক জ্ঞান অর্জন ও জীবনে সেগুলোর অনুশীলনই "কার্যকর শিখন"। কারিগরি দিক থেকে কার্যকর শিখনের দুটি সমান্তরাল পথ রয়েছে – একটি পথের কাণ্ডারী হল শিক্ষার্থীরা, আর অন্য পথের দিশারী হল শিক্ষকসমাজ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা খোলা মনে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকবে আর শিক্ষকরা সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের শিখন হয়ে উঠবে প্রায়োগিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ। কার্যকর শিখন হল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্তকরণের একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এমনভাবে জ্ঞান অনুধাবনে সহায়তা করবে, যাতে ছাত্ররা সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং যা সে শেখে তা দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে। কার্যকর শিখন হল এমন একটি যোগ্যতা, যার মাধ্যমে তথ্য আত্মস্থ করে তা ভবিষ্যতে যে কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

বিকাশ নিরূপণ (Development Assessment) : শিশুর বিকাশের কোনো না কোনো দিককে পরিমাপনের প্রক্রিয়াই হল বিকাশ-নিরূপণ। এই নিরূপণ শারীরিক, ভাষাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক দিক থেকে অনুষ্ঠিত হতে পারে। বিকাশ-নিরূপণ সবসময়ই শিশু ও তার বাবা-মাসহ সকল যত্নকারীর জন্য একটি নির্দেশনা দেয়। যেমন, শিশু কেমন আছে, কোথায় কোথায় তার সহায়তা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে বাবা-মাসহ অন্য যত্নকারী ও পরিষেবা প্রদাতাদের কী করণীয়। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করলে 'বিকাশ-নিরূপণ' একটি অত্যন্ত জরুরি কর্মতৎপরতা, যাতে শিশুর জন্য করণীয় বিষয় সম্বন্ধে কার্যকর ধারণা পাওয়া যায়।

উত্তরণ কার্যক্রম (Transition) : 'উত্তরণ' বলতে মূলত সন্ধিক্ষণ বা সন্ধিকালকে বোঝায়। আর 'উত্তরণ কার্যক্রম' বলতে সন্ধিক্ষণের বা সন্ধিকালের কার্যক্রমকে বোঝায়। এই সন্ধিক্ষণ বা কাল বিশেষ বয়সের কালকে, শিশুদের বাড়ি থেকে স্কুলে পদার্পণের কালকে অথবা এক শ্রেণি পর্যায় থেকে অন্য শ্রেণি পর্যায়ে উত্তরণের কালকে বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে উত্তরণ কার্যক্রম বলতে মূলত শিশু শ্রেণি বা প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম থেকে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে উত্তরণের এই কালিক পর্বের কার্যসূচিকে বোঝানো হয়েছে। এ জাতীয় কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : বিদ্যালয়ে শিশুবরণ ও অভিভাবককে অবহিতকরণ, শিখনসাথি (রিডিং বাডি) নির্বাচন, শিশুদের জন্য পড়া (রিডিং ফর চিলড্রেন), সক্রিয় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া (অ্যাকটিভ টিচিং লার্নিং অ্যাপ্রোচ) প্রভৃতি।

প্রতিবন্ধিতা : 'প্রতিবন্ধিতা' অর্থ যে-কোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক বা বুদ্ধিগত বা বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাবকে বুঝাইবে; যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন ২০১১ খসড়া, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)।